"বিজ্ঞান চিন্তা ও চেতনার প্রসারে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান"

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর দর্পণ

(জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর' এর একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা)

সম্পাদকীয়

সৎ ও শুদ্ধ জীবনের পাথেয়

মানুষ প্রকৃতিগতভাবে সৎ। জন্মগত বা জিনগতভাবে কেউ অসৎ হয় না, কিন্তু পারিবারিক অনুশাসনের অভাবে প্রাকৃতিক এ সমীকরণ ভেঙে যায়। শুধু আইন প্রয়োগ করে দুর্নীতি নির্মূলযোগ্য নয়। সততার বীজ রোপিত হয় পারিবারিক শিক্ষায়। দুর্নীতিলব্ধ অর্থের সুফলভোগ নিষ্কণ্টক নয়। এ প্রলয় থেকে বাঁচতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সন্তানদের দাঁড়াতে হবে। সন্তানদের বাবাদেরকে বোঝাতে হবে- 'তোমার অনৈতিক অর্থ আমরা ভোগ করব না। বাবাদের আয়কে পর্যবেক্ষণে রেখে স্পষ্টবাদী হয়ে বলতে হবে- বাবা, আমি ঘুষখোরের সন্তান হতে চাই না, তোমাকে কারাগারে দেখতে চাই না। তুমি অসীম আয়ের পথে যাবে না। তোমার আয়-ব্যয়ের হিসাব চাই।' কিন্তু বাবাদের কাছে, অন্যায্য দাবি করা যাবে না। যে খাবারটুকু খেলে তোমার পুষ্টি ও স্বাদ মিটবে, ততটুকু খাও। যে গাড়িতে চড়লে তোমার চাহিদা পূরণ হবে, তার চেয়ে বেশি বিলাসী গাড়ির আবদার করো না। কষ্টসহিষ্ণু হও, জীবনকে আড়ম্বরমুক্ত রাখো, মিতব্যয়িতার চর্চা করো, পরিমিতিবোধকে ভালোবাসো। অর্থকষ্টে থেকেও সাফল্যের শিখরে আরোহণ করেছেন পৃথিবীর খ্যাতিমান ব্যক্তিরা। রাস্তায় রিকশাওয়ালাদের জীবন দেখো, পথশিশুদের পানে তাকাও, প্রান্তিক মানুষের মর্মব্যথা উপলব্ধি করো, তোমার না পাওয়ার বেদনা থাকবে না। ঘাম ঝরিয়ে ঘণ্টা মেপে শ্রমিকরা আয় করে, অথচ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফেসবুকে তোমরা সময় নষ্ট করছো। একান্ত সময়ে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করো, যে জ্ঞানের অভাবে মানুষ শুদ্ধ জীবনচর্চার পথ হারায়, অনৈতিকতায় ডুবে যায়। এ জীবন ঘাত-প্রতিঘাতের। এ পৃথিবী পাঠশালা, প্রতি মুহূর্ত বইয়ের পাতা। জীবনের সূর্য অস্তগামী হওয়ার আগেই প্রয়োজন জীবনের পরিশোধন। অশ্রু, শ্রম ও মেধার বন্ধনে যে অর্জন, তা- ই প্রকৃত উপার্জন। মেধাবী মাথা ও চৌকস হাতই মানুষের মূল শক্তি।

মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

মার্চ ২০২২' এ প্রকাশিত

পঞ্চম সংখ্যা

শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানঃ বিজ্ঞান জাদুঘরের পুরস্কার লাভ

গত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের মত ২০২০-২০২১ অর্থবছরেও সরকারের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে শীর্ষস্থান অর্জন এবং অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরকে পুরস্কৃত করেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসি, মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরীর হাতে প্রাতিষ্ঠানিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মাননা (ক্রেস্ট ও সনদপত্র) প্রদান করেন। উল্লেখ্য, করোনাকালীন সংকটেও বিজ্ঞান জাদুঘরের আয়োজনে সারাদেশে নিরবচ্ছিন্নভাবে ১৬ শতাধিক বিজ্ঞান বক্তৃতা, সেমিনার, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড এবং কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ভার্চুয়াল ভিজিটের মাধ্যমে ২৮ লাখের বেশী দর্শক জাদুঘরের বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে। এর বাইরে দেশব্যাপী ফোর-ডি মুভি ও মিউজিয়াম বাসের ব্যাপক প্রদর্শনীর আয়োজন করে বিজ্ঞান শিক্ষাকে প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া হয়। এসব কর্মসূচীর মাধ্যমে করোনায় বন্ধ থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাখ লাখ শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। পরিবেশ সুরক্ষা ও সবুজায়ন, গ্যালারীর পরিবেশ উন্নয়নসহ ব্যাপক আধুনিকায়নের মাধ্যমে বিজ্ঞান জাদুঘরকে এখন অনন্য আকর্ষণীয় কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরেও জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর অনন্য সাধারণ দক্ষতার জন্য মন্ত্রণালয়ের এপিএ পুরস্কার লাভ করে। এ প্রসঙ্গে মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী বলেন, "সততা, নিষ্ঠা, এবং দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করলে যেকোন প্রতিষ্ঠান তার অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।"

পরিবেশ বান্ধব আবাসন "সবুজ নীড়" উদ্বোধন

প্রতিষ্ঠানের জরাজীর্ণ স্টাফ ডরমেটরী ভবন সংস্কারপূর্বক নতুন আঙ্গিকে সজ্জিত করে গত ০৮.১১.২০২১ খ্রি. ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৫ বছরের পুরোনো ভবনটির সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ সম্পন্ন করা হয় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড এবং ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড এর সহায়তায়। মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী ভবনটি উদ্বোধন করেন। দোতলা এ ভবনে মোট ১২ টি কক্ষ রয়েছে। এর অভ্যন্তরীণ দুর্বল কাঠামো ভেঙ্গে আধুনিকভাবে বিভিন্ন কক্ষ সজ্জিত করা হয়। সংস্কারকৃত ভবনটিতে পৃথক ওয়াশরুম, ডাইনিংরুম, বারান্দা এবং নামাজের সুব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ইতোপূর্বে জরাজীর্ণ ভবনটি বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। সংস্কারকৃত ভবনটির নামকরন করা হয় 'সবুজ নীড়'। এ প্রসঙ্গে মহাপরিচালক বলেন, "কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নিরাপদ ও শান্তিময় আবাসন নিশ্চিত করা সুশাসনের অংশ। বিজ্ঞান জাদুঘরকে পরিবেশ সম্মত এবং নান্দনিক রূপ দিতে নানা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ ভবন সংস্কার কাজ তারই অংশ বিশেষ। মানসম্মত আবাসন নিশ্চিত করলে কর্মীদের কর্মস্পৃহা ও মনোবল বৃদ্ধি পায়।"

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান দিবসে ৩০০ শিক্ষার্থীর পরিবেশ সুরক্ষার অঙ্গীকার

"আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান দিবস" কে কেন্দ্র করে (১০ নভেম্বর, ২০২১ খ্রি.) শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক সভা, বক্তৃতা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। জলবায়ু রক্ষা এবং পরিবেশ দূষণ রোধকে প্রাধান্য দিয়ে রাজধানীর শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা জিলা স্কুল এবং ঢাকা আইডিয়াল প্রিপারেটরী স্কুলের প্রায় ৩০০ জন শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং বিজ্ঞান জাদুঘরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিরা এ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এ আয়োজনে "জলবায়ু রক্ষার্থে আমাদের করণীয়", "পরিবেশ দূষণমুক্ত নগর জীবন", এবং "সুশৃঙ্খল জীবন যাপন" শীর্ষক ৩টি পৃথক বিজ্ঞান বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী বলেন, "পৃথিবীর ধনী রাষ্ট্রগুলো দূষণের জন্য দায়ী, বিশেষ করে চীন ও ভারতে যে পরিবেশ দূষণ ঘটছে, তা' বায়ু তাড়িত হয়ে আমাদের দেশের পরিবেশকে দূষিত করছে। তাই পরিবেশ দূষণে ক্ষতিগ্রস্থ দেশ হিসেবে আমাদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য। তবে পরিবেশ সুরক্ষা শিক্ষার্থীসহ সকল নাগরিকদের নৈতিক দায়িত্ব। দূষণ ঘটানো যাবেনা, বর্জ্য ফেলা যাবেনা, প্লাস্টিক পলিথিন ফেলা যাবেনা এ অঙ্গীকার নিয়ে আমাদের জীবন যাপন করতে হবে।" অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতির সহ-সভাপতি জনাব মুনীর হাসান বলেন, "জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, সমুদ্রের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করেছে, যা' ভবিষ্যতে আমাদের দেশের জন্য জলবায়ু মোকাবেলা করা কঠিন হয়ে যাবে। ফলে আমাদের পরিবেশ বান্ধব হতে হবে"। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জন্য ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এবং ভ্রাম্যমাণ মুভিবাস প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এ প্রদর্শনীতে তারা সৌরজগতসহ মহাকাশের অনন্য নিদর্শন এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ ৪-ডি মুভি অবলোকন করে। এছাড়া শিক্ষার্থীরা জাদুঘর প্রাঙ্গণে স্থায়ী প্রদর্শনী সৌরবাগান, বিমান গ্যালারি, টাইটানিক জাহাজসহ বিভিন্ন প্রদর্শনী বস্তু পরিদর্শন করে। অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষার্থীরা সমবেতভাবে মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরীর নেতৃত্বে সৎ, শুদ্ধাচারী এবং পরিবেশ বান্ধব জীবন যাপনের অঙ্গীকার করে।

বিজ্ঞান জাদুঘরে সততা স্টোর উদ্বোধন "আমার বাবা-মাকে সৎ দেখতে চাই"

গত ২৯.১১.২০২১ খ্রি. শিশু ও কিশোর শিক্ষার্থীদের নিয়ে ব্যতিক্রমী শুদ্ধাচার কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো "বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও নৈতিকতাঃ একসূত্রে গাঁথা" শীর্ষক বিজ্ঞান বক্তৃতা, রচনা প্রতিযোগিতা, শুদ্ধাচার শপথ এবং সততা স্টোর চালুকরণ। বিজ্ঞান জাদুঘরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে রাজধানীর শেরেবাংলা নগর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও টুইংকেল কিডস গ্রামার স্কুলের শতাধিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ধারাবাহিক বিজ্ঞান বক্তৃতা, কুইজ প্রতিযোগিতা এবং শুদ্ধাচার বিষয়ক শপথ অনুষ্ঠান ও রচনা প্রতিযোগিতায় মুখর হয়ে উঠে বিজ্ঞান জাদুঘর ভবন ও প্রাঙ্গণ। বিজ্ঞান জাদুঘরের ইতিহাসে এ প্রথমবার "সততা স্টোর" নামক বিক্রেতা বিহীন একটি স্টোরের উদ্বোধন করা হয়। এ স্টোরে শিক্ষার্থীদের জন্য নানাবিধ শিক্ষাসামগ্রী বিক্রয় করা হচ্ছে।

শিক্ষার্থীরা মূল্য তালিকা দেখে কাঙ্ক্ষিত সামগ্রী কিনে এর মূল্য নির্দিষ্ট ক্যাশবক্সে রাখবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. হাফিজা খাতুনকে সঙ্গে নিয়ে মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী এ সততা স্টোরের উদ্বোধন করেন। এতে প্রায় শতাধিক শিশু শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী বলেন, "শিশু কাল থেকেই শিশু কিশোররা যেন সততার চর্চা করে এবং মিথ্যা, চুরি বা অন্যায় কাজ বর্জন করে, সে লক্ষ্যে তাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য বিজ্ঞান জাদুঘরে এ সততা স্টোরের অভিযাত্রা। আগামীতে তারা বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, প্রশাসক যাই হোকনা কেন, সততা না থাকলে সব অর্জন ধ্বংস হয়ে যাবে।" এর আগে বিজ্ঞান জাদুঘরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে খোলা আকাশের নিচে শতাধিক শিক্ষার্থী মহাপরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে হাত তুলে দৃঢ়বাক্যে শপথ নেয়, "আমরা অন্যায় করবো না, মিথ্যা বলবো না, অসৎ কাজ করবো না, মোবাইলে আসক্ত হবো না, নিয়মিত পড়াশোনা করবো, বাবা-মা ও শিক্ষককে শ্রদ্ধা করবো, রাস্তাঘাটে ময়লা-আবর্জনা, প্লাস্টিক পলিথিন ফেলবো না, মিতব্যয়ী হবো, অপচয় করবো না, হিংসা করবো না, দরিদ্রদের প্রতি সদয় হবো।" শপথ গ্রহণের পর শিক্ষার্থীদের নিয়ে "আমার বাবা-মা কে সৎ দেখতে চাই" শীর্ষক এক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ প্রসঙ্গে মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী বলেন, "পিতা-মাতার সততা সন্তানদের জন্য যেন অনুকরণীয় হয়। সন্তানরা যেন পিতামাতাকে অসৎ উপার্জনে প্ররোচিত না করে এবং পিতামাতার সৎ ও পরিমিত আয়ে যেন সন্তুষ্ট থাকে, সে লক্ষ্যে তাদের অনুপ্রাণিত করাই এ প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য।"

পরিবেশ সুরক্ষাও কর্তব্যের অংশ - মুনীর চৌধুরী

'শুধু ইট পাথরের স্থাপনা নির্মাণ নয়, বৃক্ষরোপন, সবুজায়ন ও পরিবেশ রক্ষা করাও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দায়িত্বের অংশ। প্রতিটি ভবন ও স্থাপনার সাথে পরিকল্পিত বাগান থাকা উচিত। এতে নগরীর সৌন্দর্য বর্ধন হয়, যা নাগরিকদের সুস্থ জীবন যাপনের অন্যতম অংশ। অফিসের সম্পদ সুরক্ষা ও বাগানের যত্ন নেয়াও দাপ্তরিক কাজের অংশ। শুধু নথি চালাচালি সরকারি কর্তব্য নয়। নিজের অফিস ও স্থাপনার পরিবেশ সংরক্ষণে সবাইকে ব্রতী হতে হবে।

কোথাও এক টুকরা ময়লা বা পাতা পড়লে তাও সরিয়ে ফেলতে হবে, বৃক্ষের যত্ন নিতে হবে, এটি সত্যিকারের বিবেকবান মানুষের কর্তব্য। গত ১৭/১১/২০২১ খ্রি. নব নির্মিত তোরণ সংলগ্ন বাগান সৃজন কাজ উদ্বোধনকালে প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী এ বক্তব্য রাখেন। এ অনুষ্ঠানে জাদুঘরের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নান্দনিক বাগান সৃজন ও বৃক্ষরোপন করে বিজ্ঞান জাদুঘরকে অনন্য শোভায় শোভিত করা হচ্ছে।

কর্মচারীদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের সাধারণ কর্মচারীদের কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। সম্প্রতি কর্মচারীদের আবাসন ব্যবস্থা উন্নত করা হয়েছে। পুরাতন ডরমেটরি ভেঙ্গে নতুনভাবে সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়া নিরাপত্তারক্ষীসহ ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ইউনিফর্ম ও জুতা সরবরাহ করা হয়েছে। শ্রমসাধ্য কাজের বিনিময়ে বহু কর্মচারীকে আর্থিক প্রণোদনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পয়েন্টে সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কর্মচারীদের মনোবল চাঙ্গা ও মানসিক প্রফুল্লতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত ২৩ নভেম্বর ২০২১ খ্রি. জাদুঘরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ব্যাডমিন্টন কোর্ট তৈরী করা হয়েছে।

গত ২৪.১১.২০২১ খ্রি. তারিখ প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কর্মচারীদের নিয়ে "আমাদের কথা" শীর্ষক এক দরবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করেন। তিঁনি সভায় বলেন, "কর্মচারী কল্যাণে কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর প্রতিদানে কর্মচারীদের সৎ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা নিয়ে কাজ করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের কর্ম পরিবেশ সর্বদা পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। সরকারি সম্পদ সুরক্ষিত রাখতে হবে। জনসেবার মান বৃদ্ধি করতে হবে। বিশেষ করে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ দুর্নীতি মুক্ত রাখতে হবে।"

আন্তর্জাতিক শিশু দিবসে শিশুদের আনন্দ উৎসব

আন্তর্জাতিক শিশু দিবসকে কেন্দ্র করে গত ৪ ও ৫ অক্টোবর ২০২১ খ্রি. একদল শিশুকে নিয়ে বিজ্ঞান বক্তৃতা ও বৈজ্ঞানিক উপকরণ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। এ দিবসকে কেন্দ্র করে রাজধানীর শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং বিজয় ইন্টারন্যাশনাল স্কুলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। শিশুদের জন্য ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এবং ভ্রাম্যমাণ মুভিবাস প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এ প্রদর্শনীতে তারা সৌরজগতসহ মহাকাশের অনন্য নিদর্শন এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ ৪-ডি মুভি অবলোকন করে। এরপর শিশুদের নিয়ে "আজকে মোরা শপথ করি, বিজ্ঞান দিয়ে দেশকে গড়ি" শীর্ষক বিজ্ঞান বক্তৃতা ও উপস্থিত কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞান বক্তৃতায় শিশুরা বলে, 'বিজ্ঞান আমাদের জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে, বিজ্ঞান ছাড়া আমরা নিজেদের দৈনন্দিন কাজগুলো করতে পারি না, বিজ্ঞানের ফলে আমাদের জীবন হয়েছে সহজ। বিশ্বে দেশকে তুলে ধরার জন্য বিজ্ঞানের ভূমিকা অপরিসীম।' বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতায় শ্রেষ্ঠ বক্তা নির্বাচিত হন মাহমুদা আক্তার রিয়া ও বিজয়ী ৩ জন শিক্ষার্থী হলেন মাহমুদা আক্তার রিয়া, ইসরাত জাহান রাসনা এবং সামিয়া জামান। এছাড়া কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ৩ জন শিক্ষার্থী হলেন মোঃ ইফাজ, লামিয়া এবং রিফাত। এ প্রসঙ্গে মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী বলেন, "মুখস্থ করে বিজ্ঞান শেখার দিন শেষ। বিজ্ঞান শিক্ষা থেকে যেন উদ্ভাবনী চিন্তা জাগ্রত হয়। আল্লাহ্ প্রদত্ত মেধাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়ে শাণিত করে দেশের উন্নয়নে কাজে লাগাতে হবে। নিয়মিত অধ্যয়ন করতে হবে এবং আধুনিক প্রযুক্তিকে বরণ করে নিতে হবে।"

শেখ রাসেল দিবস বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠানে মুখর বিজ্ঞান জাদুঘর

বিগত ১৮.১০.২০২১ তারিখ শেখ রাসেল দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বিজ্ঞান বক্তৃতা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীরা আনন্দমুখর পরিবেশে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর পরিদর্শন এবং বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "শেখ রাসেল বেঁচে থাকলে বিজ্ঞানী, গবেষক বা দেশের কাণ্ডারী হতেন। তোমাদের জ্ঞানার্জন করে বড় হতে হবে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দিয়ে দেশকে গড়তে হবে।" এছাড়া এ দিবস উপলক্ষ্যে অনলাইনে চিত্রাঙ্কন, রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

অনলাইন চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীরা হলেন জুহায়েরা তাসনুভা, আমায়া রহমান রাইহা, নুসরাত জাহান, রণিত অধিকারী, রাফসান আমিন, সূর্য কুমার শীল, সূত্রা চাকমা, নুরুল আফতাব ও সপ্তর্শী রহমান। অন্যদিকে অনলাইন রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীরা হলেন নওরীন আদিয়াত, অরুনিমা দাস, হাফসা আক্তার, মোঃ মাহিন রানা, সাচিত শুভ্র বাড়ই এবং মোহাম্মদ রায়হান উদ্দিন। এছাড়া, কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীরা হলেন, আফরোজা সুলতানা, মোঃ রেদোয়ানুল ইসলাম ইমন, সাবা আহমেদ, মোঃ নাজমুস সাকিব, তাসফিয়া কবীর জান্নাত এবং মাহমুদ হাসান। এছাড়া বিজ্ঞান জাদুঘরে শেখ রাসেলের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয় এবং এতিম শিশুদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

বিজ্ঞান জাদুঘরঃ আড়ম্বরপূর্ণ বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

যথাযোগ্য মর্যাদা ও আড়ম্বরে গত ১৬.১২.২০২১ খ্রি. স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে বর্ণিল আলোকসজ্জায় জাদুঘর ভবন সজ্জিত করা হয়। এছাড়া শিশু-কিশোর এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে আয়োজন করা হয় বিজয় দিবস স্মারক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর মুক্তিযুদ্ধের গানে সরব হয়ে ওঠে পুরো জাদুঘর এলাকা। জাদুঘরের লনকে আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত করা হয়। জাদুঘরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাঁদের সন্তানরা লনে নানা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়া সংস্থার সম্মেলন কক্ষে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের নিয়ে "মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার প্রত্যয়" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জানানো হয় বিশেষ সংবর্ধনা। এছাড়া সংস্থার নিম্ন আয়ের কর্মচারীদের জন্য বিজয় দিবস স্মারক বিশেষ উপহার প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে স্মারক উপহার প্রদান করা হয়। সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য উন্নত মানের খাবার পরিবেশন করা হয়।

এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে জাদুঘর পরিদর্শনের ও ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এতে প্রায় অর্ধ-শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। নানা অনুষ্ঠানে পুরো জাদুঘরে চলে উৎসবের আমেজ। আলোচনা সভায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী বলেন "কোনভাবেই বৈষম্য সৃষ্টি করা যাবেনা, বৈষম্য সৃষ্টি করা অনেক বড় মাপের অপরাধ। শ্রমের মর্যাদা দিতে হবে, বৈষম্যকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। সুতরাং অফিস আদালতে, সমাজে, সরকারি কার্যক্রমে এবং রাষ্ট্রের কোথাও বৈষম্য রাখা যাবেনা। কঠোর সততা ও দেশপ্রেম নিয়ে সরকারি দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং নিজেকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে হবে।"

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারী কর্মীদের সম্মাননা প্রদান

গত ০৮.০৩.২০২২ খ্রি. তারিখ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে এক বিশেষ আলোচনা সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভায় সরকারি দপ্তরে নারীর জন্য অনুকূল কর্মপরিবেশ সৃষ্টির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী বলেন "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ বহু সেক্টরে নারীদের অনন্য মেধা ও কর্মদক্ষতা প্রমাণিত হয়েছে।"

তাঁরা আমাদের অগ্রযাত্রার অপরিহার্য অংশ। তাই কর্মস্থলে নারীদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় পুরুষদের সচেতন হতে হবে। নারীর ঘরে বাইরে অবদানকে স্বীকৃতি দিতে হবে। ইসলামে নারীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। নারীকে অধিকার বঞ্চিত করা অনেক বড় অপরাধ।" অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অত্র সংস্থার পরিচালক মোঃ হাবিবুর রহমান, উপপরিচালক এ.জে.এম.সালাহ্উদ্দিন নাগরী এবং প্রধান ডিসপ্লে কর্মকর্তা মাকসুদা বেগমসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান জাদুঘরের ১০ নারী কর্মকর্তা-কর্মচারি এবং সংস্থার কনসালটেন্ট এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তানজিয়া রশীদ এবং রুয়েটের সহকারী অধ্যাপক তাসনীম বিনতে শওকতকে বিশেষ সম্মাননাপত্র ও স্মারক উপহার প্রদান করা হয়।

বিজ্ঞান জাদুঘরে বিশাল টাইটানিক জাহাজের শুভ উদ্বোধন ও বঙ্গবন্ধু শিশু উৎসব

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সামুদ্রিক আবহ তৈরী করে ভাসানো হয়েছে ঐতিহাসিক টাইটানিক জাহাজের অনিন্দ্য সুন্দর এক মডেল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী স্মরণে আয়োজিত শিশুদের এক উৎসবমুখর সমাবেশে গত (২২ মার্চ, ২০২২ খ্রি.) এ জাহাজটি উদ্বোধন করেন। ১ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬০ ফুট দৈর্ঘ্যের সুপারস্ট্রাকচারের এ জাহাজটি বিজ্ঞান জাদুঘরের প্রদর্শনী বস্তু হিসেবে সংযোজিত হয়ে জাদুঘরের ইতিহাসে নতুন মাইলফলক রচনা করেছে। কৃত্রিম এক জলাধারে প্রপেলারের ঘূর্ণনে এবং জাহাজের ভেঁপুর শব্দে জাদুঘর প্রাঙ্গণ পরিণত হয়েছে একখন্ড সমুদ্রে। ১৯১২ সালে আটলান্টিকে ডুবে যাওয়া বিলাসবহুল প্রমোদতরী টাইটানিক জাহাজটির অনুকরণে এ মডেলটি স্থাপন করা হয়। এ জাহাজের কেবিন ও ডেক এমনভাবে সজ্জিত করা হয়েছে, যেন এটি বাস্তবে এক যাত্রীবাহী জাহাজ।

জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী এ প্রকল্পের স্বপ্নদ্রষ্টা, যার সুদক্ষ নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি এখন অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। তিনি বলেন, "শুধু বিনোদন নয়, জাহাজের নির্মাণশৈলী, নির্মাণগত ত্রুটি, জাহাজ ডুবির কারণ ইত্যাদি বিষয়ে তরুণ প্রজন্মকে বৈজ্ঞানিক ধারণা দিতে জাহাজটি তৈরি করা হয়েছে।" এ উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু স্মরণে আয়োজন করা হয় গান, কবিতা আবৃত্তি ও বক্তৃতার আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান বলেন, "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা। পিতার দেখানো পথে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর করছেন। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ এখন শতভাগ বিদ্যুদায়নের দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে আত্মপ্রকাশ করেছে।" অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আশফাক হোসেন এবং ড. শাফায়েত হোসেন খাঁন। রাজধানীর তিনটি স্বনামধন্য স্কুলের প্রায় আড়াইশত শিশু শিক্ষার্থীদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর জীবনী ভিত্তিক বিজ্ঞান বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিজয়ী শিক্ষার্থীদের জাদুঘরের পক্ষ থেকে স্মারক উপহার প্রদান করা হয়।

মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশের উন্নয়ন" শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসি, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী। এছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল সংস্থা প্রধান এবং কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির ভাষণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান বলেন, "যে নেতা একটি দেশ দিয়েছেন, বিশ্বের বুকে একটি পরিচয় এনে দিয়েছেন, একটি পতাকা ও একটি সংবিধান এনে দিয়েছেন সে নেতার এভাবে চলে যাওয়াটা ভাবতেও পারিনা। বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ এবং স্বাধীনতা এই তিনটি শব্দ সত্যিকার অর্থে সমার্থক হয়ে গেছে। আমরা সেই বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করতে পারি নাই, বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করা মানেই বাংলাদেশকে রক্ষা করা। আমরা সেটা করতে পারি নাই, তাই স্বাধীনতার ৫১ বৎসর পরেও নিজেদেরকে অপরাধী মনে হয়। জাতির জনকের বঙ্গবন্ধু হওয়ার পেছনে যাঁর অবদান রয়েছে তিনি হচ্ছেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা।" মাননীয় মন্ত্রী জাতির পিতার স্মৃতিচারণ করে আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সব সময়ই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের কথা চিন্তা করতেন। বর্তমান সরকার আজ জাতির পিতার সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করছে।" অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।